খবরের সাত সতেরো

নির্বাচন ঘিরে তীব্র উত্তেজনা আরামবাগে, গুলিবিদ্ধ চার, নানা অশান্তি দিকে দিকে

দেবাশিস শেঠ

আরামবাগ মহকুমায় শান্তিপূর্ণ হল না ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন। দিকে অশান্তির আগুনে পুড়েছে সাধারণ মানুষ অভিযোগ কোথাও সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে আবার কোথাও বিরোধীদের বিরুদ্ধেও।

একেবারে সাত সকালে বোমা ও গুলি দিয়ে শুরু হয়েছে দিন। ঘটনাটি আরামবাগের আরন্ডি-১ পঞ্চায়েতের সাতমাসা এলাকার। বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হয়েছে সেখানকার বিদায়ী প্রধান সেখ সোহরাব হোসেনের পুত্র জামির হোসেন। আবার অপরদিকে নির্দল প্রার্থী এজেন্ট কাইনুদ্দিন মল্লিকের পায়ে গুলি লেগেছে। অভিযোগের তীর সোহরাব হোসেনের ভাইপোর দিকে। গুরুতর আহত অবস্থায় দুজনকেই আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে স্থানীয় কর্মী সেখ আনিসুর অভিযোগ করে, 'সকাল থেকেই নির্দল প্রার্থীদের পক্ষে দুষ্কৃতীরা এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল। চিৎকার চেঁচামেচি দেখে জামির হোসেন রাস্তায় বেরোতেই তার উপর একটি বোমা এসে পড়ে। তাতেই সে আহত হয়ে লুটিয়ে পড়ে। তাকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়।' অপরদিকে নির্দল প্রার্থীর পক্ষ থেকে অভিযোগ, 'সোহরাবের ভাইপো আরাফত কাইনুদ্দিনকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে।' অভিযোগে অস্বীকার করে তৃণমূলের আরামবাগ সাংগঠনিক জেলার সহসভাপতি স্বপন নন্দীর বক্তব্য, 'নির্দলরাই এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছে, ওরাই বোম বন্দুক নিয়ে ঘুরছিল। নিজেদের গুলিই হয়তো নিজেদের লোকের পায়ে লেগেছে।' ঘটনাকে ঘিরে তুমুল উত্তেজনা আরান্ডি এলাকায়।

আরামবাগ মহকুমার খানাকুল-২ ব্লকের নতিবপুর এলাকায় ভোটের লাইনে তিন জন ভোটারের গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে ভরতি হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। আহতদের মধ্যে দুজন পুরুষ ও একজন মহিলাও আছেন। শনিবার দুপুরের পর ঘটনাটি ঘটেছেঃ নতিবপুর বিহারীলাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। অভিযোগ, ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলেন সাধারণ ভোটার। হঠাৎ কয়েকজন দুষ্কৃতি মুখে কালো কাপড় বেঁধে সেখানে এসে উপস্থিত হয় এবং ভোটারদের লক্ষ্য করে এলোপাথারি গুলি চালাতে শুরু করে। গুলিবিদ্ধ হয়েচেন কাজল পাঁজা, সৌমেন লালা ও অশোক বারুই। সৌমেন লালা বলেন, 'ভোট দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দ হয়। আমার নাক ভেদ করে একটা গুলি বেরিয়ে যায়। আমি মাটিতে পড়ে যাই।'

তীর ধনুক ও লাঠিসোটা নিয়ে বুথ দখলের অভিযোগ উঠল সিপিএম এর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগের তিরোল পঞ্চায়েতের কীর্তিচন্দ্রপুরের ৪নং বুথে। তৃণমূলের মীর চঞ্চল অভিযোগ করেছেন, 'সকাল থেকে নির্বিঘ্নে ভোট চলছিল কিছু পরেই সিপিএম নেতা মোজাম্মেল হোসেন পুরানো কায়দায় তীর-ধনুক, লাঠি ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বুথ দখল করে, আমাদের এজেন্ট ও প্রার্থীদের বুথ থেকে বাইরে বের করে দেয়।' মোজাম্মেল হোসেনের বক্তব্য, 'তৃণমূলের প্রাক্তন প্রধান তার লেঠেল বাহিনী নিয়ে বুথ দখল করে রেখেছিল। বার বার অভিযোগ জানানোর পরেও এখানে নিরাপত্তার জন্য পুলিশ বা কেন্দ্রীয় বাহিনীর কোনও ভূমিকা ছিল না। শেষ পর্যন্ত গ্রামের সাধারণ মানুষ নিজেরাই প্রতিরোধ গড়ে তোলে।' খবর পেয়ে পুলিশ বাহিনী নিয়ে আরামবাগের আইসি বরুণ ঘোষ সেখানে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন।

মুর্শিদাবাদে হিংসার বলি ৩ দলের ৩ জন

নিজস্ব সংবাদদাতা, বহরমপুর, ৮ জুলাই— পঞ্চায়েত নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অশান্তি, হিংসা, খুনের ঘটনা এড়ানো গেল না মুর্শিদাবাদে। শনিবার সকাল থেকে এই সংবাদ পাঠানোর আগে পর্যন্ত জেলায় হিংসার বলি হয়েছেন তিনজন। খড়গ্রাম, লালগোলা এবং নওদায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। প্রথমজন তৃণমূল কংগ্রেসের এবং বাকি দু'জন সিপিএম এবং কংগ্রেস দলের কর্মী। যদিও ভোট গ্রহণের আগের দিন পর্যন্ত শুক্রবার রাতে বোমার আঘাতে বেলডাঙ্গা এবং রেজিগর থানা এলাকায় আরও দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। অর্থাৎ শুক্রবার রাত থেকে শনিবার বিকাল পর্যন্ত মোট ৫ জনের মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। এছাড়াও একাধিক জায়গায় বোমাবাজি, ছাপ্পা, ব্যালট বক্সে জল ঢেলে ভাঙচুর করার ঘটনাও ঘটে। বেশ কয়েকটি বুথে মাঝপথেই ভোটগ্রহণ বন্ধ করে ভোটকর্মীরা চলে যান। হিংসা, সন্ত্রাসের জন্য কোথাও কোথাও শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় কড়ায় বিরোধীরা। আবার শাসক দলের দাবি, কংগ্রেস-সিপিএম এবং বিজেপি মহাজোট গড়ে আজ সারাদিন বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় হামলা চালিয়েছে, বুথ দখল করেছে।

ভোটগ্রহণ শুরুর ঠিক আগে শনিবার সকালে খড়গ্রাম থানার রতনপুর গ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সাজারুল শেখকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। গত ৯ জুন ৩ গ্রামেই দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হয়েছিলেন কংগ্রেস কর্মী ফুলচাঁদ শেখ। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা এই খুনের সঙ্গে যুক্ত। শুক্রবার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস মৃত ফুলচাঁদের বাড়িতে গিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতারের আশ্বাস দিয়েছিলেন। এদিন সকালে পুলিশ পরিচয় দিয়ে সাক্তারুল শেখকে জোর করে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার কয়েক ঘণ্টা পরেই স্থানীয় এক জমি থেকে এই তৃণমূল কর্মীর ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই সাক্তারুল শেখকে নৃশংসভাবে খুন করেছে বলে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব থেকে পরিবারের সদস্যদের দাবি।

এই খুনের ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই দ্বিতীয় খুনের ঘটনা গটে জেলার লালগোলা থানার জয়া-ছাতিয়ানি গ্রামে। স্থানীয় বুথের সামনেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে সিপিএম-কংগ্রেস জোটের কর্মীদের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে আহত হন রৌশন আলি (৪৩) নামে এক সিপিএম কর্মী। গুরুতর জখম অবস্থায় এই সিপিএম কর্মীকে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসা হলে, তাঁর মৃত্যু হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা পিটিয়ে রৌশনকে খুন করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের। সিপিএমের জেলা সম্পাদক জামির মোল্লা বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতীরা বুথ দখল করতে গেলে, রৌশন বাধা দেয়। আর তখনই তাঁকে বাঁশ, লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয়।'

খড়গ্রাম এবং লালগোলার পরে তৃতীয় মৃত্যুর ঘটনা ঘটে নওদা থানা এলাকায়। মধুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গঙ্গাধারী গ্রাম এদিন সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। দফায় দফায় সংঘর্ষ হয় তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে কংগ্রেস-আরএসপি জোটের কর্মীদের মধ্যে। বোমার আঘাতে জখম হন লিয়াকত আলি (৬২) নামে এক প্রৌঢ়। গ্রামের অন্যদের সঙ্গে তিনি ভোট দিতে যাচ্ছিলেন। তখনই পিছন থেকে তাঁদের উপরে বোমা মারা হয়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাজি লিয়াকতকে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই মৃত্যু হয় এই কংগ্রেস কর্মীর।

মৃত দলীয় কর্মীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে হাসপাতালে যান প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি সাংসদ অধীর চৌধুরি। মৃতদেহ দেখে বেরিয়ে আসার সময় মুখোমুখি হন সাংবাদিকদের। তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন তিনি। মাত্র তিনদিন আগে তিনি মক্কা থেকে হজ করে ফিরেছেন। আজকে তাঁকে পিছন থেকে সকেট বোমা মেরে খুন করা হল। উদ্দেশ্য তিনটি বুথ লুঠ করার রাস্তা পরিষ্কার করা। শুধুমাত্র জিততে হবে, সেজন্য ৬২ বছরের একজন বয়স্ক মানুষকে খুন করা হল। হাসপাতালে এসে দেখলাম একটা গরিব পরিবারের মহিলা, যিনি পরের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে খান, সেই মহিলার সঙ্গে তাঁর কিশোরী মেয়ে আজ সকালে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের কাছে গিয়েছিল। মেয়েটির মাথায় রড দিয়ে এমনভাবে মেরেছে, তারকী হবে জানি না। এভাবে বাংলাকে রক্তাক্ত করে, সন্ত্রস্ত করে, আমাদের ঘরের মা-বোনেদের মেরে, বয়স্ক মানুষদের খুনকরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কোন মা-মাটি মানুষের সরকার গড়বেন, বাংলার মানুষকে আগামীদিনে আপনাকে জানাতেই হবে।' তিনি আরও বলেন, 'এই রাজ্যের গণতন্ত্র দেখিয়ে লাভ কী? মানুষের রক্ত নিয়ে ছিনিমিনি খেলে লাভ কী? মৃতের তালিকা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। এত খুনের, রক্ত ঝরার কি খুব প্রয়োজন ছিল?'

যদিও এই তিনজন খুনের আগে শুক্রবার রাতে বোমা এবং অস্ত্রের আঘাতে আরও দু'জনের মৃত্যুর ঘটনা গটে বেলডাঙ্গা এবং রেজিনগর থানা এলাকায়। তেঘড়ি-নাজিরপুর গ্রাম বোমার আগাতে মৃত্যু হয় ইয়াসিন শেখ (৫৪) নামে এক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীর। মৃতের দাদার দাবি, রাতে বাড়ি ফেরার সময় পিছন থেকে ইয়াসিনকে বোমা মারা হয়। শুক্রবার রাতেই বেলডাঙ্গা থানার কাপাসডাঙা গ্রামে খুন করা হয় তৃণমূল কংগ্রেসের আরেক কর্মী বাবর আলিকে। কাপাসডাঙার ষষ্ঠীতলা এলাকায় বাড়ির সামনে বসেছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মী। তখনই তাঁকে প্রথমে ইট দিয়ে মাথায় মারা হয়। পড়ে গেলে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়। গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে প্রথমে বেলডাঙ্গা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। অবস্থার অবনতি হলে মুশিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এখানেই মৃত্যু হয় বাবরের। কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই তাঁর ভাইকে খুন করেছে বলে জানান মৃতের দাদা রজব আলি।

এদিকে এদিন সকালে ডোমকল থানায় কুপিলা গ্রামে ভোট দিতে যাওয়ার সময় তৃণমূল কংগ্রেসের দুই কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। সোহেল রানা এবং আমিরুল ইসলাম নামে দুই তৃণমূল কর্মীর পায়ে গুলি লাগে। তাঁদের মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আনা হয়। সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই গুলি চালায় বলে দাবি করেন আহত তৃণমূল কর্মীর পরিবারের সদস্যরা। জলঙ্গি থানার ঘুঘুপাড়া গ্রামে এদিন সকাল থেকেই বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। জলঙ্গি নদীর চর থেকে দুষ্কৃতীরা এসে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। গ্রামের সাধারণ মানুষে লাঠি, বাঁশ নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ইসলামপুর থানার হুড়শি গ্রামে সিপিএম কর্মীদের বাড়ি ঘিরে হামলা চালানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে।

এদিন বহরমপুর থানার মণীন্দ্রনগর গ্রাম প্চায়েতের ২৪৯-এর ২ নম্বর বুথে হামলা চালায় একদল দুষ্কৃতী। পঞ্চাননতলা, কাংবালী এলাকায় সতীশচন্দ্র জিএসএফপি বিদ্যালয়ের এই বুথে ব্যালট বাক্স ভেঙে ফেলে দেয়। জল ঢেলে দেয় ব্যালট পেপারে। আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয় ব্যালট। ভয় এবং আতঙ্কে বুথ ছেড়ে পালিয়ে যান প্রিসাইডিং অফিসার সহ সমস্ত ভোটকর্মী। তৃণমূলের অভিযোগ, কংগ্রেস, সিপিএম এবং বিজেপি মিলে এই ঘটনা ঘটায়।

এদিন সামশেরগঞ্জ ব্লকে কংগ্রেসের জেলা পরিষদ প্রার্থী আনারুল হক বিপ্লবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। শুক্রবার রাতে সামশেরগঞ্জ থানা এলাকায় দফায় দফায় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগেই কংগ্রেস প্রার্থীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের প্রাক্তন খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ বিপ্লবের বিরুদ্ধে আরও একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশি সূত্রে জানা যায়। যদিও এই গ্রেফতারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অধীর চৌধুরি।

হরিহরপাড়া থানার রায়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ামতপুর গ্রামে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে সিপিএমের দফায় দফায় সংঘর্ষ হয়। সংঘষে দু'পক্ষের আহত হন বেশ কয়েকজন। তাদের হরিহরপাড়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা পরিষদ প্রার্থী জিল্লার রহমানের অভিযোগ, সিপিএমের দুষ্কৃতী বাহিনী ভোটারদের বুথে যেতে বাধা দিচ্ছিল, তার প্রতিবাদ করাতেই তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের উপর তারা চড়াও হয়। ধারালো অস্ত্রোর আঘাতে কয়েকজন তৃণমূল কর্মী গুরুতর জখম হয়েছে বলে দাবি জিল্লারের।

ডোমকল থানার রাধাকান্তপুর শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের বুথে এদিন দুপুর থেকে ভোটগ্রহণ বন্ধ রাখেন ভোটকর্মীরা। বুথের ভিতরে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনও এজেন্ট ছিল না। এজেন্ট না থাকার কারণে বুথের বাইরে শতাধিক তৃণমুল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান এবং রাজ্য পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছলেও, ভোটগ্রহণ কারানো যায়নি এখানে।

নবগ্রাম থানার নারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জলুখা গ্রামের ১২১ নম্বর বুথে হঠাৎই বাইরে থেকে দুষ্কৃতীরা ঢুকে পড়ে। বুথ থেকে ব্যালট বক্স ছিনিয়ে স্থানীয় পুকুরে ফেলে দেয়। খবর পেয়ে সেখানে পুলিশ পৌঁছয়। শ্রমিকদের নামানো হয় পুকুর। দু'টি ব্যালট বাক্স উদ্ধার করে শ্রমিকরা।

সবং-পিংলায় দেদার ছাপ্পার অভিযোগ বিরোধীদের, নস্যাৎ করলেন মানস

নিজস্ব সংবাদদাতা, খড়গপুর, ৮ জুলাই— সবং ও পিংলার বিভিন্ন বুথে দেদার ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ জানাল সিপিএম এবং বিজেপি। বিরোধীদের তোলা এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দেন সবংয়ের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ডা. মানস ভুঁইয়া। বিজেপির পক্ষ থেকে বলা হয়, শুক্রবার সারারাত ধরে বলপাই, ভেমুয়া, মোহাড়, বুড়াল, চাউলকুড়ি, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লাগামহীন সন্ত্রাস চালায় তৃণমূলের হার্মাদবাহিনী। সবংয়ের চপ্পান্নটি বুথের কোথাও কেন্দ্রীয় বাহিনী ছিল না। সিপিএমের অভিযোগ, জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি হরেকৃষ্ণ সামন্ত ভোট দিতে গেলে তাঁকে অস্ত্র দেখিয়ে বুথে ঢুকতে বাধা দেয় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। চাউলকুড়ির ১০৫ নং বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্টকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। ছাপ্পা ভোট করা হয় বলপাই অঞ্চলের ১৫৫ ও ১৫৬ নং বুথে। বলপাই অঞ্চলের ১৫১ থেকে ১৬৪ নং বুথে তরুণ মিশ্রের নেতৃত্বাধীন সন্ত্রাসবাহিনী লাগাতার হুমকি দিয়ে যায়। বলপাই অঞ্চলের পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থী কমল ভট্টাচার্যের বাড়ি ঘিরে রাখে। সবং খাগড়াগেড়্যা ১৪৬ নং বুথে পুলিশকর্মীকে বুথ এলাকা থেকে বের করে দেওয়া হয়। সবং ১২ অঞ্চলে ২০৯ নং ও ২১০ নং বুথে বিরোধীদের পোলিং এজেন্টদের ঢুকতে না দিয়ে দেদার ছাপ্পা চলে। সবংয়ের চাউলকুড়ি অঞ্চলে চাউলখোলা এবং আশথপুরায় ছাপ্পা ভোট অবাধে চলে। ১০১ নেধুয়া পশ্চিমেও ছাপ্পা চলে। সবংয়ের বুড়াল দক্ষিণ বুথেও চলে ছাপ্পা। একই ছবি বুড়ালের ২২১ নং বুথে। বিজেপি নেতা অমূল্য মাইতি বলেন, অবাধ, শান্তিপূর্ণ ছাপ্পা ভোট হয়েছে। বিরোধীদের অভিযোগ নস্যাৎ করে মানস ভুঁইয়া বলেন, দেভোগে দু'জন, খেলনায় দু'জন, বলপাইয়ে দু'জন, চকচাঁদপালে একজন তৃণমূলকর্মীকে গত কাল রাতেই জখম করেছে বিজেপি ও সিপিএম। আজ বিষ্ণুপুর অঞ্চলের কুলেভেড়ীতে একজনের মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে। দন্ডরা অঞ্চলের ৫১ নং কানাইশোলে ব্যালটবাক্সে জল ঢেলে দিয়েছে। সবংয়ের আন্দুলিয়ায় পূর্ব মেদিনীপুর থেকে আসা দুষ্কৃতীরা বুথের বাইরে বোমাবাজি করে। মানসবাবু বলেন, আমরা তো পঞ্চায়েতের তিনটে স্তরেই কনফার্মড জিতব। আমরা ফুটবল মাঠে নেবে ফাউল করব কেন? সবংয়ের পাশাপাশি পিংলায় মালিগ্রাম অঞ্চলের ২২৪ নং নয়া উত্তর বুথ, ২ নং অঞ্চলের বাড়পালাসপুরে, ব্রাহ্মণীপুর বুথে কুসুমদা অঞ্চলের ১৬৮ নং ক্ষিরিন্দা হাইস্কুলে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে খড়গপুর ২ নং ব্লকের কালিয়াড়া ১ নং অঞ্চলের ১৪ ও ১৫ নং বুথে ছাপ্পা ভোট দেওয়ার চেষ্টা করে তৃণমূলের বহিরাগতরা। গ্রামবাসীদের বাধায় সেই চেষ্টা বিফল হয়। খড়গপুর ১ নং ব্লকের মীরপুরে বিজেপি প্রার্থীকে বুথে ঢুকতে বাধা দেয় কর্তব্যরত সিভিক ভলান্টিয়ার। এই নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়। খড়গপুর ২ নং ব্লকের চামকরামপুর অঞ্চলে ৩৩, ৩৪ ও ১৩৪ নং বুথে তৃণমূলের বাইকবাহিনী এলাকায় তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। খড়গপুর ১ নং ব্লকের ১০৮ নং সতভুট পূর্ব বুথে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের হামলায় জখম হন বিজেপির লক্ষ্মী পাল। এই হামলার প্রতিবাদে খড়গপুর লোকাল থানায় বিজেপির পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সভা করা হয়।

তৃণমূলকে কালিমালিপ্ত করাই বিরোধীদের কাজ, নির্বাচনে বিক্ষিপ্ত অশান্তি নিয়ে মন্তব্য মন্ত্রী রথীন ঘোষের

নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর, ৮ জুলাই— শনিবার রাজ্য জুড়ে এক দফায় অনুষ্ঠিত হলো পঞ্চায়েত নির্বাচন। এদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্ত অশান্তির ঘটনা সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে উঠে আসে। আপাতদৃষ্টিতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জুড়ে অশান্তি সবথেকে বেশি হয়েছে বলেই মনে করছেন ওয়াকিবহুল মহলের একাংশ। এদিন সকাল থেকেই উত্তর ২৪ পরগনা জেলার কদম্বগাছিতে নির্দল প্রার্থীর সমর্থকের উপর হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি হয়। খবর ছড়িয়ে পড়ে আক্রান্ত ব্যক্তি মারা গিয়েছেন। টাকি রোড অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন স্থানীয় বাসিন্দারা। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক হয়ে ওঠে যে সেখানে পৌঁছন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। গোটা বিষয়টি নিয়ে রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের কাছে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, বিরোধীদের কাজই হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসকে কালিমালিপ্ত করা। বারাসাত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অ্যাডিশনাল সুপারেন্টেন বলছেন আক্রান্ত ব্যক্তি জীবিত রয়েছেন সেখানে কি করে বিরোধীরা বা তার পরিবারের লোকজন এই খবর ছড়িয়ে দেয় যে সে মারা গিয়েছে। গোটা ঘটনায় শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়। তিনি আরো বলেন, বিভিন্ন জায়গা থেকে যে খবর আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের খুন করা হচ্ছে, তারাই আক্রান্ত হচ্ছে। তাহলে কি করে তৃণমূল কংগ্রেস সন্ত্রাস করে অন্যদের মারছে! আমরাও দাবি করতে পারি যে আমাদের ওপর অত্যাচার করছে বিরোধীরা। আমরা চাই অবাধ শান্তিপূর্ণ সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হোক। দলনেত্রী যে উন্নয়ন করেছেন আমাদের তার ওপর ভরসা রয়েছে। মানুষ আমাদের প্রচারে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছেন। আমি আশাবাদী ব্যালট বক্সেও তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

রক্তঝরা পঞ্চায়েত

একের পৃষ্ঠার পর

অসহায় হয়ে পড়েন প্রিসাইডিং অফিসার থেকে পুলিশ কর্মীরাও। কোচবিহারেও এদিন চলে ভোট-সন্ত্রাস। খুন, বোমাবাজি, গুলির অভিযোগ। প্রার্থীর বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে। বুথে তাণ্ডব চলে, মাঠে ব্যালট বাক্স নিয়ে ফুটবল খেলে দুষ্কৃতীরা। এমনকি প্রিসাইডিং অফিসারকে মারধরেরও অভিযোগ ওঠে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন কার্যত লাগামহীন সন্ত্রাস, হিংসা, রক্তপাতের সাক্ষী থাকল বাংলা। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত ভোটে হিংসার যে ভয়ানক ছবি দেখে গিয়েছিলো তারই যেন প্রতিফলন ঘটল ২০২৩-এর নির্বাচনে। বেশিরভাগ জায়গাতেই পুলিশ ছিল দর্শকের ভূমিকায়। রাজ্যের বহু বুথেই পৌঁছতে পারে নি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আর তার জেরে রক্তাক্ত বাংলায় বলি গেল ১৭টি তরতাজা প্রাণ। বিরোধীরা যেমন হিংসা নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলছে, তেমন তৃণমূলের নেতাদের বক্তব্য, একের পর এক ঘটনায় তাঁদের কর্মীদের মৃত্যুতেই স্পষ্ট, কারা হিংসাত্মক নির্বাচন করছে। তবে রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, কোথায় প্রশাসন, কোথায় নির্বাচন কমিশন, কোথায়ই বা কেন্দ্রীয় বাহিনী? ২০২৩-এর পঞ্চায়েত নির্বাচনে এমনি ভোট কি কাম্য ছিল বঙ্গবাসীর?

পঞ্চায়েত ভোট দেখতে রাস্তায় বেরোলেন রাজ্যপাল, বললেন যা করণীয় তাই করব

একের পৃষ্ঠার পর

বিরোধীরা রাজ্যপালের গাড়ি ঘিরে ধরে অভিযোগ করে, তৃমমূল একাধিক জায়গায় দেদার ছাপ্পা ভোট দিচ্ছে।

রাজ্যপাল এদিন নিজের গাড়িতে বসেই কথা বলেন অভিযোগকারীদের সঙ্গে। সিপিএম এবং বিজেপি প্রার্থীকে পিস রুমের দুটো নম্বর দেন। সেখানেই বিস্তারিত অভিযোগ জানাতে বলেন তিনি। মিনিট কুড়ি কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েতেই আটকে থাকার পরে বাসুদেবপুরের পথে রওনা হন রাজ্যপাল। সেখান থেকে রাজ্যপালের গন্তব্য ছিল উত্তর চব্বিশ পরগণার বারাসতের পীরগাছা। উত্তর চব্বিশ পরগণার পরে নদীয়াতেও গিয়েছিলেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

এদিন দুপুরের আগেইবারাসতের কদম্বগাছিতে নির্দল প্রার্থীর সমর্থককে পিটিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠেছিল। সেইসঙ্গে বেশ কয়েকজনকে ব্যাপক মারধর করা হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছিল। শনিবার ভোট শুরুর আগেই তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয় বারাসতের কদম্বগাছিতে। এদিন বহিরাগতদের এনে হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। এলাকায় পুলিশের বিরুদ্ধে ব্যাপক ক্ষোভ দেখান বাসিন্দারা। রাস্তায় টায়ার জ্বালানো হয়। নির্দল প্রার্থীর স্ত্রীকেও মারধরের অভিযোগ উঠেছিল ভোটের দিন।

যে খবর পেয়ে বেলা দশটা নাগাদ বারাসতের কদম্বগাছির পীরগাছাতে পৌঁছন রাজ্যপাল। আহত আবদুল্লার পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। পীরগাছা এলাকায় ৪১ এবং ৪২ নম্বর বুথে নির্দল প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন তাসলিমা বিবি। তাঁর পোলিং এজেন্ট ছিলেন স্বামী আবদুল্লা। তাঁদের অভিযোগ তৃণমূল প্রার্থী মুন্না বিবির স্বামী রাজ রিয়াজুল আলি ও তাঁর দলবল আক্রমণ করেছে নির্দল প্রার্থী এবং তাঁর স্বামী আবদুল্লাকে।

রাজ্যপাল এদিন গাড়ি থেকে নেমে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন আবদুল্লার স্ত্রীয়ের সঙ্গে। এরপর সংবাদমাধ্যমকে রাজ্যপাল বলেন, 'আমার গাড়ি আটকে মানুষ ভয়ের কথা জানিয়েছেন। বলেছেন, খুন হচ্ছে। দুষ্কৃতীরা তাদের বুথে যেতে দিচ্ছে না। প্রিসাইডিং অফিসার অভিযোগকে আমল দিচ্ছেন না। এইসব ঘটনা গণতন্ত্রের পক্ষে কালো দাগ।

রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস জানান, ভোট বুলেটে নয়, ব্যালটে হওয়া উচিত। যেখানে অভিযোগ পাচ্ছি, সব উপযুক্ত জায়গায় জানাচ্ছি। আমি মানুষকে বলব, ভয় কাটিয়ে ভোটের লাইনে দাঁড়ান। আপনাদের ভোট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আজ কাউকে দোষারোপের দিন নয়, গণতন্ত্র ও ভোটারদের রক্ষা করার দিন।

শনিবার রাজভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যপাল বলেন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনার সরকার নিযুক্ত ব্যক্তি। তাঁর সব ধরনের সাংবিধানিক স্বাধীনতা থাকে না। আমি তাঁর কাজের ক্ষেত্রে কোনও হস্তক্ষেপ করব না। তবে পঞ্চায়েত নির্বাচন দর্শনের অভিজ্ঞতা সংক্রান্ত রিপোর্ট তিনি কেন্দ্রের কাছে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। কিন্তু সেই রিপোর্টে কি কোনও ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ থাকবে কিনা তার কোনও সরাসরি জবাব দেননি রাজ্যপাল।

শুধু বলেছেন, রাজ্যপালের যা কাজ, সেটাই করব। অন্যদিকে রাজ্যপাল বলেন, পঞ্চায়েত ভোটের মতো একটা বিষয় পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যেসব আগাম তথ্য পুলিশ কিংবা অন্য সূত্রের থেকে কমিশনারের কাছে থাকা উচিত ছিল, তা ছিল না। ভোতের প্রস্তুতিপর্বেও ঢিলেমি ছিল। তাই এই অশান্তির ঘটনা ঘটেছে।

অন্যদিকে বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্যের মতে রাজ্যের এখন যে পরিস্থিতি সেখানে অবিলম্বের ৩৫৬ ধারা জারি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু ৩৫৫ বা ৩৫৬ কোনও ধারাই লাগু করার বিষয়ে কোনও উদ্যোগ নেননি রাজ্যপাল। আসলে রাজ্য সরকার বেঁচেই রয়েছে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের বদান্যতায়।

উল্লেখ্য, এদিন পঞ্চায়েত ভোট পরিস্থিতি নিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে ফোন করা হয়েছিল বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে। এই ফোনে জে পি নাড্ডাও ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ নিয়ে মতামত জানতে চেয়েছেন সুকান্তবাবুর কাছে।

তবে এই বিষয় নিয়ে কোনও মন্তব্য পাওয়া যায়নি রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের কাছ থেকে।

টেন্ডার

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং পিসিএমএম/জিইএনএল/টিপি/২০২৩/৩৯, তারিখ ০৭.০৭.২০২৩। প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, সদর দপ্তর কার্যালয় (৫ম তল), নিউ অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ১১, গার্ডেনরিচ রোড, কলকাতা-৭০০০৪৩ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-তে আপলোড হওয়া নিম্নলিখিত সামগ্রীগুলির জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সকল টেন্ডার দুপুর ২টোয় বন্ধ হবে। **ক্র.নং ১, টেন্ডার নং : ৩৮২৩১৫৪৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : লোড শেডিং ডিভাইস ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ৫২০টি। **খোলার তারিখ :** ০২.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ২, টেন্ডার নং : ৩৮২৩১৫২৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ৩ আইটেম সম্বলিত লিইউ প্যাডের কিট ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ১৩৩০০ সেট। **খোলার তারিখ :** ০৪.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৩, টেন্ডার নং : ৩৮২৩৩৯৬৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ব্রেক পাইপের জন্য এয়ার ব্রেক হোস কাপলিং ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ৩০৯৩২টি। **খোলার তারিখ :** ০৭.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৪, টেন্ডার নং : ৩৮২৩৩৩৪৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : আপগ্রেডেড এইচটি-সিবিসি-র জন্য লক লিফ্ট লিভার অ্যাসেম্বলি ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ১৪৬২৩টি। **খোলার তারিখ :** ০৭.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৫, টেন্ডার নং : ৩৮২৩১৫৭৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : আনকাপলিং গিয়ারের জন্য কাপলার রড ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ১৪৬৪৪টি। **খোলার তারিখ :** ০৮.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৬, টেন্ডার নং : ৩৮২৩৩১৮৫এ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফ্ল্যাপ ডোর অ্যারেঞ্জমেন্টের জন্য লকিং বোল্ট ও ব্র্যাকেট ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ৬৩৬৪০টি। **খোলার তারিখ :** ২৮.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৭, টেন্ডার নং: ৩৮২৩৩৮৬৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : নর ব্রেমসে ডিজাইন বিএমবিএস-এর জন্য বিওএক্সএনএইচএল ওয়াগনের জন্য ইএল ৬০ (এএমপি)-র জন্য পিওএইচ কিট ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ২৩৯৪ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৮.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৮, টেন্ডার নং : ৬০২৩৫০৬৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ক্রসিং পোর্শন স্লিপার ৬০ কেজি ১ ইন ১২ লেআউট। **পরিমাণ:** ৪৪৮ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৫.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৯, টেন্ডার নং : ৬০২৩৫০৬০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : লেভেল ক্রসিংয়ের জন্য প্রিস্ট্রেসড ওয়াইডার বেস কংক্রিট স্লিপার উৎপাদন ও সরবরাহ। **পরিমাণ:** ৬০২৮টি। **খোলার তারিখ :** ২৫.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ১০, টেন্ডার নং : আইএফ২৩৫৪০০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ৪০০ সিএফএম টেকনিক্যাল এয়ার ক্ষমতাসম্পন্ন (ন্যূনতম) রেফ্রিজারেশন ধরনের ড্রায়ার, স্পেসিফিকেশন অ্যানেক্সার-১। **পরিমাণ:** ৩+৪ - ৭টি। **খোলার তারিখ :** ০২.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ১১, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৭৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : রাবার স্প্রিং। **পরিমাণ:** ২০০০টি। **খোলার তারিখ :** ২২.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ১২, টেন্ডার নং : ৩১২৩০০০৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : সকল স্পেয়ার পার্টস সহ ১৬০০ এইচপি ডেমু ক্যানন টিউব অ্যাসেম্বলি। **পরিমাণ:** ৬ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৮.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ১৩, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩২৮১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : রেফ্রিজারেটিং ইউনিট। **পরিমাণ:** ৬০ সেট। **খোলার তারিখ :** ০৪.০৯.২০২৩। **ক্র.নং ১৪, টেন্ডার নং : ৩০২৩১৪২৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ওয়াটার ট্যাঙ্ক অ্যাসেম্বলি (৪৫৫ লিটার)। **পরিমাণ:** ২০০টি। **খোলার তারিখ :** ১১.০৯.২০২৩। **ক্র.নং ১৫, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩২১২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফিয়াট বোগির বোগি বোলস্টার। **পরিমাণ:** ৪৩টি। **খোলার তারিখ :** ১১.০৯.২০২৩। **ক্র.নং ১৬, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৬৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফিয়াট আইআর বোগির জন্য প্রাইমারি ভার্টিকাল ড্যাম্পার। **পরিমাণ:** ৫৮০০টি। **খোলার তারিখ :** ১৩.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ১৭, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৩৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফিয়াট বোগির জন্য পিন। **পরিমাণ:** ১২০০০টি। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ১৮, টেন্ডার নং : ৩৩২২৩০৬০ডি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফ্লেক্সিবল রিমোট কন্ট্রোল সহ ফ্লেক্স বল কেবল সম্পূর্ণ সেট (এন্ড কানেকশন সহ)। **পরিমাণ:** ২৬টি। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ১৯, টেন্ডার নং : ৩০২৩১৭৯৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : বোল্টেড অ্যারেঞ্জমেন্ট সহ অ্যাঙ্কর লিঙ্কের জন্য সাইলেন্ট ব্লক। **পরিমাণ:** ৪০০০টি। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২০, টেন্ডার নং : ৩০২৩৩৬০০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : বটম সাইড ওয়াল শিট। **পরিমাণ:** ১৫৬০ জোড়া। **খোলার তারিখ :** ২০.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২১, টেন্ডার নং : ৩০২৩৩৫০৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : বিএমবিসি-র জন্য নন-অ্যাসবেস্টস ভিত্তিক 'কে' টাইপ হাই ফ্রিকশন কম্পোজিট ব্রেক ব্লক। **পরিমাণ:** ১০৭০০০টি। **খোলার তারিখ :** ২১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২২, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০১৪। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ট্র্যাকশন সেন্টার ইলাস্টিক জয়েন্ট। **পরিমাণ:** ১৮০০টি। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৩, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৯৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : গ্যাংওয়ে ব্রিজ মাউন্টিং। **পরিমাণ:** ৫০০টি। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৪, টেন্ডার নং : ৩১২৩১৪৬১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** ট্র্যাকশন মোটরের জন্য অ্যাক্সলের ওপরের অংশ ও নিচের অংশ সম্বলিত প্লেন স্লিভ বিয়ারিং। **পরিমাণ:** ২০০ জোড়া। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৫, টেন্ডার নং : ৩১২৩৩৬৬০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ইএমইউ প্যান্টোগ্রাফের জন্য উপযুক্ত মেটালাইজড কার্বন স্ট্রিপ। **পরিমাণ:** ২৫৮টি। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৬, টেন্ডার নং : ৩০২৩৩৫৩৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : নন এসি কোচের জন্য ল্যাভেটরি ডোর অ্যারেঞ্জমেন্ট। **পরিমাণ:** ৫০০টি। **খোলার তারিখ :** ২৫.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৭, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৬৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ফিক্সড উইন্ডোর জন্য উইন্ডো গ্লাস। **পরিমাণ:** ১৬০০টি। **খোলার তারিখ :** ২৬.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৮, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৭৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : এনএসি জিএস এলএইচবি কোচের জন্য সেকেন্ডারি ভার্টিকাল ড্যাম্পার। **পরিমাণ:** ১৩০০টি। **খোলার তারিখ :** ২৮.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ২৯, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩৩৪৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : এলএইচবি কোচের জন্য বডি সাপোর্টের জন্য অ্যাডজাস্টিং শিম। **পরিমাণ:** ৩৯০০০টি। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩০, টেন্ডার নং : ৩১২৩৩৪৪৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার সিঙ্গল বটল ডিসিবি ইত্যাদি। **পরিমাণ:** ১০টি। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩১, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৩০৬২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : এলএইচবি কোচের জন্য ডিস্ট্রিবিউটর ভালভ। **পরিমাণ:** ৩৩টি। **খোলার তারিখ :** ২১.০৮.২০২৩। **ক্র.নং ৩২, টেন্ডার নং : ৮৩২২৫৪১১বি। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : পার্সেল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (পিএমএস) সরবরাহ, স্থাপন ও চালুকরণ। **পরিমাণ:** ১৪টি। **খোলার তারিখ :** ২৭.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৩, টেন্ডার নং : ৩৩২৩৫০০২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : এসি কোচে ফায়ার ডিটেকশন সিস্টেমের ব্যবস্থা। **পরিমাণ:** ৬০০ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৮.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৪, টেন্ডার নং : ২৫২৩১২৭০। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার। **পরিমাণ:** ৩০টি। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৫, টেন্ডার নং : ২৯২৩০০১৭। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : লং লাইফ লোকো সাইড বাফার অ্যাসেম্বলি। **পরিমাণ:** ১৯৬টি। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৬, টেন্ডার নং : ২৫২৩১৩০৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : হিতাচির ড্রইং নং ১০আর-৮১২-০৭৬, অল্ট-এফ অনুযায়ী হিতাচি টিএম-এর জন্য টেফলন রিং, টাইপ ১৫২৫৪০এ। **পরিমাণ:** ১৭২৬টি। **খোলার তারিখ :** ২৪.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৭, টেন্ডার নং : ২৫২৩১৩০৮। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : কন্ট্যাক্টর সেট (সিলভার টিপ)। **পরিমাণ:** ৯৮২ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৬.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৮ টেন্ডার নং : ২৫২৩৩৫২৯। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : পিভোট পিন অ্যারেঞ্জমেন্ট। **পরিমাণ:** ৯৬টি। **খোলার তারিখ :** ২৬.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৩৯, টেন্ডার নং : ২৯২৩৩২৮১। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : লক নাট এফ.এস.-এর সেট। **পরিমাণ:** ৩০ সেট। **খোলার তারিখ :** ২৭.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪০, টেন্ডার নং : ২৫২৩৩৮৮৩। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ট্যাপচেঞ্জারের এওএইচ রক্ষণাবেক্ষণ শিডিউল। **পরিমাণ:** ২২৭ সেট। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪১, টেন্ডার নং : ২৫২৩১২৭০এ। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার (সিঙ্গল বটল)। **পরিমাণ:** ৩০টি। **খোলার তারিখ :** ১৯.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪২, টেন্ডার নং : ২৫২৩১১৯৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ডব্লুএপি-৪ লোকোমোটিভের জন্য স্প্রিং প্যাডের (হ্যাপি প্যাড) সেট। **পরিমাণ:** ৫৯সেট। **খোলার তারিখ :** ২৬.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪৩, টেন্ডার নং : ২৫২৩১২২৫। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ডব্লুএপির লোকোমোটিভের জন্য এমএন স্টিল পিন ও বুশের সেট (প্রতি লোকো)। **পরিমাণ:** ৬০ সেট। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪৪, টেন্ডার নং : ২৯২৩৩২৫২। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : অ্যাক্সল বক্সের জন্য হোল্ডার অ্যাসেম্বলি সহ আর্থ রিটার্ন ব্রাশ। **পরিমাণ:** ১২৪টি। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪৫, টেন্ডার নং : ২৫২৩৩৭৩৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : ডব্লুএজি৭ লোকোর জন্য কম্পেনসেটিং বিম (মডিফায়েড)। **পরিমাণ:** ১৯৫টি। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ক্র.নং ৪৬, টেন্ডার নং : ২৫২৩১২৬৬। সংক্ষিপ্ত বিবরণ** : সিএলডব্লু'র স্পেসি নং সিএলডব্লু/ইএস/এস-৩১ (অল্ট সি) অনুযায়ী সুইচ বক্স বিএল। **পরিমাণ:** ১৪১টি। **খোলার তারিখ :** ৩১.০৭.২০২৩। **ইএমডি:** ৬১,৩৬০ টাকা (ক্র.নং ১-এর জন্য), ২০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ২-এর জন্য), ৯,০৩,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩-এর জন্য), ৩,২২,৬৭০ টাকা (ক্র.নং ৪-এর জন্য), ১,৯৬,৬৫০ টাকা (ক্র.নং ৫-এর জন্য), ১,১২,৬৪০ টাকা (ক্র.নং ৬-এর জন্য), ১,৬৯,৫০০ টাকা (ক্র.নং ৭-এর জন্য), ১৭,৩০,০৪০ টাকা (ক্র.নং ৮-এর জন্য), ৫,৩৯,৬০০ টাকা (ক্র.নং ৯-এর জন্য), ৬৯,১০০ টাকা (ক্র.নং ১০-এর জন্য), ৬২,৫৪০ টাকা (ক্র.নং ১১-এর জন্য), ১,১১,৫১০ টাকা (ক্র.নং ১২-এর জন্য), ১,৫২,২২০ টাকা (ক্র.নং ১৩-এর জন্য), ১,৫৬,৭০০ টাকা (ক্র.নং ১৪-এর জন্য), ১,০০,৯৭০ টাকা (ক্র.নং ১৫-এর জন্য), ৬,০২,৯৬০ টাকা (ক্র.নং ১৬-এর জন্য), ৬০,৮৯০ টাকা (ক্র.নং ১৭-এর জন্য), ১,৩৪,৯৯০ টাকা (ক্র.নং ১৮-এর জন্য), ৬৭,৯৭০ টাকা (ক্র.নং ১৯-এর জন্য), ৬৬,০৬০ টাকা (ক্র.নং ২০-এর জন্য), ৫,৫৩,১৫০ টাকা (ক্র.নং ২১-এর জন্য), ৬৪,৯৯০ টাকা (ক্র.নং ২২-এর জন্য), ৫২,০৯০ টাকা (ক্র.নং ২৩-এর জন্য), ৭৮,৮০০ টাকা (ক্র.নং ২৪-এর জন্য), ৯৭,৯৭০ টাকা (ক্র.নং ২৫-এর জন্য), ৫৯,১৩০ টাকা (ক্র.নং ২৬-এর জন্য), ৭২,৫২০ টাকা (ক্র.নং ২৭-এর জন্য), ১,৭০,৫৮০ টাকা (ক্র.নং ২৮-এর জন্য), ৮৮,৩৬০ টাকা (ক্র.নং ২৯-এর জন্য), ৬৭,৫০০ টাকা (ক্র.নং ৩০-এর জন্য), ৫০,২০০ টাকা (ক্র.নং ৩১-এর জন্য), ১,৩৪,৪৭০ টাকা (ক্র.নং ৩২-এর জন্য), ২০,০০,০০০ টাকা (ক্র.নং ৩৩-এর জন্য), ১,৯১,২০০ টাকা (ক্র.নং ৩৪-এর জন্য), ১,৫৯,৪২০ টাকা (ক্র.নং ৩৫-এর জন্য), ১,৩১,১৬০ টাকা (ক্র.নং ৩৬-এর জন্য), ১,১২,৮৩০ টাকা (ক্র.নং ৩৭-এর জন্য), ১,৪২,৯৬০ টাকা (ক্র.নং ৩৮-এর জন্য), ১,০৪,০১০ টাকা (ক্র.নং ৩৯-এর জন্য), ১,৫১,৬১০ টাকা (ক্র.নং ৪০-এর জন্য), ১,৯১,২০০ টাকা (ক্র.নং ৪১-এর জন্য), ৮৮,৭০০ টাকা (ক্র.নং ৪২-এর জন্য), ১,০৬,৯১০ টাকা (ক্র.নং ৪৩-এর জন্য), ৫২,৬৮০ টাকা (ক্র.নং ৪৪-এর জন্য), ১,৬৫,২১০ টাকা (ক্র.নং ৪৫-এর জন্য) ও ১,১৬,৪০০ টাকা (ক্র.নং ৪৬-এর জন্য)। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/ স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে **www.ireps.gov.in** দেখুন।

(PR-380)

ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড IndiaRF

চতুর্থ তল, ইউনিট ৩০৪, পিরামল টাওয়ার, পেনিনসুলা কর্পোরেট পার্ক, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩

'পরিশিষ্ট-৪-এ' [নিয়ম ৮(৬) অনুসরণ করে] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ তৎসহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) নিয়মাবলী, ২০০২-এর নিয়ম ৮(৬) অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলামের বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা জনসাধারণকে সাধারণ ভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদাতা(গণ)কে বিশেষ করে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড**, একটি কোম্পানিস অ্যাক্ট ২০১৩ অনুযায়ী ইনকর্পোরেটেড কোম্পানি এবং সারফায়েসি অ্যাক্ট ২০০২ অনুযায়ী ০৫.১১.২০১৯ তারিখে রেজিস্টার্ড অ্যাসাইনমেন্ট ডিড অনুযায়ী সম্পত্তি পুনরুদ্ধার সংস্থা হিসাবে নথিভুক্ত কোম্পানি, যার কাছে নীচে বর্ণিত সম্পত্তিটি বন্ধকে/ চার্জে রয়েছে। নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেডের অনুমোদিত আধিকারিক সম্পত্তিগুলি 'যেখানে আছে সেখানে', 'যেমন আছে তেমন' এবং 'যা কিছু আছে তা' শর্তে ১,২৭,৭৬,৬৮৪.১৪ টাকা **(এক কোটি সাতাশ লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার ছশো চুরাশি টাকা চোদ্দ পয়সা মাত্র)** ০৭-০১-২০১৯ তারিখের হিসেবে সঙ্গে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চুক্তি বদ্ধ বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সংরক্ষিত মূল্য এবং অগ্রিম জমার মূল্য নীচে উল্লেখ করা হয়েছে।

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা(গণ)-এর নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ ও মালিকের নাম	সংরক্ষিত মূল্য (আরপি) / সংরক্ষিত মূল্যের ১০% ইএমডি	দাবির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী পুনরুদ্ধার মূল্য	সম্পত্তির অন-সাইট পরিদর্শনের তারিখ ও সময়	ই-নিলামের তারিখ ও সময় সঙ্গে ৫ মিনিট একাধিক বর্ধিত সময়
১.	১) সেঞ্চুরি কুলিং টাওয়ার (ঋণগ্রহীতা), ২) মি. ইকবাল গাজি, ৩) মিস. নীতা মিত্র, ৪) মি. অরিন্দম মিত্র, ৫) মিস. সোনা গাজি	উক্ত সম্পত্তিটি একটি ফ্ল্যাট, যার ফ্ল্যাট নং ১এ ও ১বি, দ্বিতীয় তলে, ৩এ ও ৩বি, চতুর্থ তলে অবস্থিত, প্রেমিসেস নং ১০৭/১এ, রাজা রাম মোহন সরণি, থানা- আমহার্স্ট সরণি, কলকাতা- ৭০০০০৯, মিউনিসিপ্যাল ওয়ার্ড নং ৩৮, পরিমাপ ৩৩১৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া), কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অন্তর্গত।	১,১১,১৩,৬০৫ টাকা (এক কোটি এগারো লক্ষ তেরো হাজার ছয়শো পাঁচ টাকা মাত্র) / ১১,১১,৪০০ টাকা (এগারো লক্ষ এগারো হাজার চারশো টাকা মাত্র)	১,২৭,৭৬,৬৮৪.১৪ টাকা ০৭.০১.২০১৯ তারিখ পর্যন্ত সাথে লাগু হওয়া পরবর্তী সুদ ও বকেয়া অন্যান্য খরচসমূহ।	০২.০৮.২০২৩ সকাল ১০.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টার মধ্যে	০৪.০৮.২০২৩ দুপুর ১.০০ টা থেকে ২.০০ টার মধ্যে

ফ্ল্যাট নং	পরিমাপ (বর্গফুট)	দর/ বর্গফুট	প্রস্তাবিত সংরক্ষিত মূল্য
১এ	৩৪০.০৬	৭৭৫০	১৯,২০,৯১৫ টাকা
১বি	৩৫৩	৭৭৫০	১৯,৯৩,৮১৫ টাকা
৩এ	৬৯৩.০৬	৭২৫০	৩৬,৬৩,২২৫ টাকা
৩বি	৬৬৮.৪৪	৭২৫০	৩৫,৩৫,৬৫০ টাকা
		মোট	১,১১,১৩,৬০৫ টাকা

অগ্রিম জমার মূল্য জমা দিতে পারেন এনইএফটি/আরটিজিএস/ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি ট্রাস্ট ২", সুইফট কোড নং: এইচডিএফসিআইএনবিবি, আরটিজিএস/এনইএফটি: এইচডিএফসি০০০০০৬০, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং: ৫৭৫০০০০০৪৫০৬৯৯, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, গ্রাউন্ড ফ্লোর, জাহাঙ্গির বিল্ডিং, এমজি রোড ফোর্ট মুম্বই- ৪০০০০১।

ইএমডি জমা এবং দরের জন্য তথ্য আপলোড করার শেষ তারিখ: ০৩.০৮.২০২৩, বিকেল ৫.০০ টা পর্যন্ত, **https://www.bankauctions.com** ওয়েবসাইটে।

সফল দরদাতাকে সেই দিনের বা একটি কাজের দিনের মধ্যে চূড়ান্ত দরের ২৫ শতাংশ, ইএমডির জমা দেওয়া টাকা বাদ দিয়ে জমা করতে হবে আরটিজিএস/এনইএফটি মাধ্যমে, উপরে উল্লিখিত বিবরণ অনুযায়ী "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি ট্রাস্ট ২"-এর ই-নিলামের অ্যাকাউন্টে। বাকি মূল্য আরটিজিএস/এনইএফটি মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত ই-নিলামের অ্যাকাউন্টে ই-নিলামের ১৫ দিনের মধ্যে জমা করতে হবে। অসফল দরদাতাদের ইএমডি-র মূল্য ফেরত দেওয়া হবে শুধুমাত্র দরদাতা দ্বারা বিড ফর্মে উল্লিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বরে ৫টি কাজের দিনের মধ্যে।

নিয়ম ও শর্তাবলী:

ক) ই-নিলাম/দর শুধুমাত্র "অনলাইন ইলেক্ট্রনিক বিডিং"- এর মাধ্যমেই হবে, ওয়েবসাইটটি হল **https://www.bankauctions.com**। দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে ই-নিলামের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আগে ওয়েবসাইটে দেওয়া ই-নিলামের বিস্তারিত নিয়মাবলী ও প্রক্রিয়া দেখার জন্য।

খ) সংরক্ষিত মূল্যের কমে সম্পত্তিটি বিক্রয় হবে না এবং অংশগ্রহণকারী দরদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে সংরক্ষিত মূল্যের থেকে বেশি দর দিয়ে নিলামের প্রক্রিয়াটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

গ) সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ ইএমডি মূল্য একত্রে সাথে নথি আরটিজিএস/ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টে জমা করতে হবে "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি ট্রাস্ট ২", সুইফট কোড নং: এইচডিএফসিআইএনবিবি, আরটিজিএস/এনইএফটি: এইচডিএফসি০০০০০৬০, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং: ৫৭৫০০০০০৪৫০৬৯৯, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক লিমিটেড, ০৩.০৮.২০২৩ তারিখে অথবা তার আগে, বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।

ঘ) ই-নিলাম প্রক্রিয়া ০৪.০৮.২০২৩ তারিখ শুরু হবে ৬০ মিনিটের জন্য দুপুর ১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা সাথে প্রত্যেক ৫ মিনিটের স্বয়ংক্রিয় বর্ধিত সময়সহ। ইএমডি মূল্য জমা দেওয়ার পরে, ইচ্ছুক দরদাতাদের নিচে উল্লিখিত তথ্য/বিবরণ এক কপি করে জমা দিতে হবে ০৩.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৫.০০ টার মধ্যে, "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড", মি. গুরুজিৎ সিং, যোগাযোগের নং ৯৮৭৪৯৯০০০৯, অথবা মি. শক্তি শ্রীবাস্তব, যোগাযোগের নং ৯৮১১৭৪৯৬২৮ (ই-মেল: Shakti.Srivastava@IndiaRF.com), ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড ৩০৪, চতুর্থ তল, পীরামল টাওয়ারস, পেনিনসুলা কর্পোরেট পার্ক লোয়ার প্যারেল, মুম্বই ৪০০০১৩।

ঙ) হাতে অথবা ই-মেলের মাধ্যমে জমা:

১) ডিমান্ড ড্রাফটের ফটোকপি/আরটিজিএস- এর বিবরণ সাথে ইএমডি মূল্য।

২) কেওয়াইসির ফটোকপি যেমন প্যান কার্ড, আইডি প্রুফ এবং অ্যাড্রেস প্রুফ। যদিও সফল দরদাতাকে দরমূল্যের ২৫ শতাংশ জমা করার সময় এই নথিগুলি আসল কপি দেখাতে হবে।

৩) দরদাতার নাম, যোগাযোগের নং, ঠিকানা, ই-মেল আইডি।

৪) দরদাতার অ্যাকাউন্টের বিবরণ অনলাইন ইএমডি ফেরতের জন্য।

চ) ইচ্ছুক দরদাতাকে বিনামূল্যে ইউসার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে তাঁর নাম পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে, পোর্টালটি হল **https://bankauctions.com**। সম্ভাব্য দরদাতা ই-নিলামের জন্য অনলাইন ট্রেনিং নিতে পারেন, পরিষেবাদাতা **M/s 4Closure**, হায়দরাবাদ হেল্পলাইন নং: ০৮১৪২০০০৬১/৬৫/৬৬ ও ই-মেল: **info@bankauctions.in**, যোগাযোগের ব্যক্তি: বিকাশ কুমার: ০৮১৪২০০০৮০৯, ৬৩০৭৬৪২৭৬৮৩, ই-মেল: **vikas@bankauctions.in**।

ছ) অসফল দরদাতাদের দ্বারা জমা করা ইএমডি মূল্য তাঁদের ফেরত দেওয়া হবে। জমা করা ইএমডি মূল্যের উপর কোনও সুদ লাভ হবে না।

জ) নিলাম প্রক্রিয়া উপরে উল্লেখ করা সংরক্ষিত মূল্যের ভিত্তিতে হবে। দরদাতারা তাঁদের দর ১,০০,০০০ টাকা গুণিতকে বাড়াতে পারবেন। যে দরদাতা 'অনলাইন' নিলাম প্রক্রিয়া শেষের আগে সর্বোচ্চ দর (সংরক্ষিত মূল্যের বেশি) দিতে পারবেন তাঁকেই সফল দরদাতা বলে ঘোষণা করা হবে। সফল দরদাতার পক্ষে বিক্রয় নিশ্চিত করা হবে "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড"- এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা একই নিশ্চিতকরণের সাপেক্ষে।

ঝ) সফল দরদাতাকে বিক্রয় মূল্যের ২৫ শতাংশ জমা করতে হবে (সাথে ইএমডি আগেই প্রদান করা আছে), তৎক্ষণাৎ তাঁকে সফল দরদাতা হিসাবে ঘোষণার সময় এবং বাকি টাকা "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড"-এর অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ দিনের মধ্যে। যদি সফল দরদাতা বিক্রয় মূল্য প্রদান করতে ব্যর্থ হন তা হলে অনুমোদিত আধিকারিক কোনরকম বিজ্ঞপ্তি ছাড়া তাঁর জমা করা সমস্ত টাকা বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং সম্পত্তিটি পুনরায় বিক্রয়যোগ্য করা হবে।

ঞ) সফল দরদাতাকে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন/সোসাইটি অথবা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের সংবিধিবদ্ধ বকেয়া/ট্যাক্সসমূহ/বিলসমূহ ইত্যাদি সমস্ত খরচ বহন করতে হবে এবং 'বিক্রয় শংসাপত্র' রেজিস্ট্রেশনের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি ইত্যাদি প্রদান করতে হবে।

ট) "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড"- উক্ত সম্পত্তির আধিকারিকের থেকে কোনও অনুমোদন/এনওসি বা কোনও বলবৎ আইন অথবা অন্যান্য বকেয়া অর্থাৎ জল/বৈদ্যুতিক বিল, সম্পত্তির খাজনা অথবা অন্যান্য চার্জসমূহের ব্যাপারে কোনও রকম দায়িত্ব নেবে না।

ঠ) "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড" প্রদত্ত সম্পত্তি বা অন্য কোনও বকেয়া যেমন বকেয়া জল/বৈদ্যুতিক বকেয়া, সম্পত্তি কর বা অন্যান্য চার্জ, যদি থাকে তবে কোনও কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বা অন্য কোনও আইনের অধীনে কোনও অনুমতি/এনওসি সংগ্রহ করার কোনও দায়িত্ব নেয় না।

ড) অনুমোদিত আধিকারিকের কোন বা সমস্ত অফার/বিড গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার বা কোন কারণ ব্যতিরেকে বিক্রয় স্থগিত/বাতিল করার বা কোনও পূর্ব বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই বিক্রয়ের শর্তাবলী পরিবর্তন করার চূড়ান্ত অধিকার রয়েছে।

ঢ) সর্বোত্তম জ্ঞান এবং তথ্য অনুসারে, "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড" "সুরক্ষিত পাওনাদার" ব্যতীত বিক্রি করা সম্পত্তিগুলির উপর কোন দায়বদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন নয়। আগ্রহী দলগুলিকে তাঁদের বিড জমা দেওয়ার আগে তাঁদের সন্তুষ্টির জন্য দায়বদ্ধতা, সম্পত্তির শিরোনাম সম্পর্কে তাঁদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। "ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড" কোনও ভাবেই গ্যারান্টি দেয় না বা উল্লিখিত সম্পত্তির ফিটনেস/শিরোনামের বিষয়ে কোনও প্রতিনিধিত্ব করে না।

আরও বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন গুরুজিৎ সিং (৯৮৭৪৯৯০০০৯) এবং মিঃ শক্তি শ্রীবাস্তবের সাথে; **Shakti.Srivastava@IndiaRF.com** ৯৮১১৭৪৯৬২৮ নম্বরে বা পরিষেবা প্রদানকারী মেসার্স ৪ ক্লোজার, হায়দরাবাদ হেল্পলাইন নম্বর: ০৮১৪২০০০৬২/৬৫/৬৬ এবং ই-মেল: **info@bankauctions.in**, যোগাযোগ ব্যক্তি: বিকাশ কুমার: ০৮১৪২০০০৮০৯, ৬৩০৭৬৪২৭৬৮৩, ইমেল: **vikas@bankauctions.in**।

বিশেষ নির্দেশিকা/ সতর্কতা:

দরদাতাদের নিজস্ব স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডে দর দেওয়া এড়াতে হবে। ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি প্রাইভেট লিমিটেড বা পরিষেবা প্রদানকারী কেউই দর দেওয়ার সময় কোনও রকম ত্রুটি/ ব্যর্থতা (ইন্টারনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ ফেলিওর ইত্যাদি)-র জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে সফল ভাবে অংশ নিতে এবং দরদান প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে এবং এই রকম সব সমস্যা এড়াতে, দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে তাঁরা যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/ বিকল্প ব্যবস্থা করে রাখেন, যেমন পাওয়ার সাপ্লাই ইত্যাদি যা কিছু প্রয়োজন।

ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা/ বন্ধকদাতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে উপরে উল্লেখ করা বকেয়া মূল্য সঙ্গে আপটুডেট সুদ ও আনুষঙ্গিক খরচ সমস্ত কিছু নিলামের আগে মিটিয়ে দিতে, যাতে ব্যর্থ হলে বন্ধকে থাকা সম্পত্তিটি বকেয়া টাকা ও সুদ পুনরুদ্ধারের জন্য উপরে উল্লেখ করা তারিখে অনুষ্ঠিত হবে।

তারিখ: ০৮-০৭-২০২৩

অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়া রিসার্জেন্স এআরসি (প্রাইভেট) লিমিটেড